বাতাসে ঝুলে থাকা মানুষ

আরাফাত ভূইয়া ফুটন্ত

বইবাসা প্রকাশন

বাতাসে ঝুলে থাকা মানুষ
আরাফাত ভূইয়া ফুটন্ত

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা-২০২৬

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মুহাম্মদুল্লাহ বিন মোস্তফা

প্রকাশক
মুহাম্মদুল্লাহ বিন মোস্তফা
বইবাসা প্রকাশন
মোবাইল: ০১৮৫১৭০৪৯৭৮

মুদ্রণ
বাংলা সাহিত্য আন্দোলন
গোবিন্দগঞ্জ নতুন বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ-৩০৮৪।

মূল্য: ৩৫০৳

Batase Jhule Thaka Manush
By Arafat Bhuiyan Futanto
Published By Boibasa Prokashon
ISBN: **978-984-37-0330-9**
Price: 350 BDT

প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে এই বইয়ের কোনো অংশ ফটোকপি, পুনঃমুদ্রণ বা কোথাও প্রকাশ করা বেআইনি।

উৎসর্গ

এই বইটি আপনার হাতে এসেছে, তার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। যারা বই পড়েন, তাদের মন শিশুর মতো নিষ্পাপ ও কোমল। আর যারা কবিতার বই পড়েন, তাদের হৃদয় যেন কচি কিশলয়ের মতো উজ্জ্বল ও সুন্দর।

আপনি হয়তো এই বইয়ের মাধ্যমে জীবনের একটি সুন্দর মুহূর্ত উপভোগ করবেন–এটাই আমার আশা। আপনি যদি আমার এই বিশ্বাসে সহমত হন, তাহলে আমি আপনার সুখী ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই। আপনার চোখের সৌন্দর্য এবং আপনার মনের কোমলতা এ বইয়ের প্রতিটি পাতায় প্রতিফলিত হবে।

আমি আশা করি, বইটি আপনাকে কিছু সময়ের জন্য দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডি থেকে মুক্ত করবে এবং আপনাকে নতুন একটি অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। শুভ হোক আপনার পথ চলা। ধন্যবাদ!

"কবিতার রাজ্যে আপনাকে স্বাগতম"

কবি মনোভাব

প্রথমত, আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পিতা-মাতাকে, যাদের জন্য আমি এই পৃথিবীতে আসতে পেরেছি। তাদের স্নেহ ও ত্যাগের মাধ্যমে আমি জীবনের সূচনা লাভ করেছি এবং পৃথিবীর নানা রঙিন দিক দেখতে পেয়েছি।

আমার নানা-নানু, মামা-মামীদের প্রতি আমার অপরিসীম ঋণ রয়েছে। তাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতার কারণে আমি শৈশব কাটিয়েছি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে। নানার বাড়িতে বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে আমি পেয়েছি একটি সম্পূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতা–যেখানে লেখাপড়া, খেলা, ও আনন্দের মুহূর্তগুলো একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

আমার নানা-নানু আমাকে যে পরিমাণ আদর ও যত্ন দিয়েছেন, তা আমার হৃদয়ে চিরকাল অঙ্কিত থাকবে। তাদের কাছে পাওয়া ছোট ছোট আনন্দের মুহূর্তগুলো আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

এছাড়া, আমি আমার সকল আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যাদের সহযোগিতা ও ভালোবাসা আমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সহায়তা করেছে। তাদের প্রত্যেকের অবদান ও সান্নিধ্য আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি, প্রকৃত কৃতজ্ঞতা ও প্রেম আমাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। এরা আমাদের জীবনের অমূল্য রত্ন, যাদের উপস্থিতি ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ মনে হয়।

সূচি

৭	প্যাঁচগোফের দেশে	২৮	উদ্ভট পরিচয়
৮	খুনি	২৯	প্রথম প্রেমের বেদনা
৯	উল্টো পথে হাঁটা	৩০	অনুভূতির ধ্বংস
১০	আহা জীবন!	৩১	মুহূর্তের পরিচয়
১১	জবানবন্দি	৩২	ছন্নছাড়া
১২	সময় এবং আমি	৩৩	তেরো, নয়, তেরো
১৩	বডি স্প্রে	৩৪	তুমি আসবে বলে
১৪	ফিরে দেখা প্রেম	৩৫	রাজা গাহিবে সাম্যের গান
১৫	দুঃখ বিক্রেতা	৩৬	সূর্যের বেদনা
১৬	কবিদের মহাসভা	৩৭	এক পকেট হাসি
১৭	ফুলের কবর	৩৮	দৃশ্য-অদৃশ্য
১৮	বাউণ্ডুলে পথের পথিক	৩৯	স্বৈরশাসক
১৯	নীরবতা, নষ্টালজিয়া ও একফোঁটা বিষাদ	৪০	না দেখা ক্ষত
		৪১	নীলাঞ্জনা
২০	আটকে থাকা	৪২	ব্যর্থতার সঙ্গী
২১	ধন্যবাদহীন সূচনা	৪৩	চীর কুমার
২২	ছদ্মবেশী	৪৪	অনশন
২৩	রেখার উল্টো মুখ	৪৫	বহু দূর
২৪	তেলচিটে দুপুরের নিচে	৪৬	আগন্তুকের আগমন
২৫	বাদামের খোসা	৪৭	"সুকন্যা"
২৬	অনুসূচনা	৪৮	মুহূর্তের পরিচয়
২৭	বিচ্ছেদের পর		

আমি তাকে ভালোবাসার স্বাদ গ্রহণ করিয়েছি,
দিয়েছি প্রথম প্রেমের অনুভূতি।
আর সে আমাকে বিচ্ছেদের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছে,
দিয়েছে প্রথম বিচ্ছেদের অনুভূতি।

-আরাফাত ভূইয়া ফুটন্ত

প্যাঁচগোফের দেশে

এই জীবন থেকে ছুটি নিতে গিয়ে,
নিজেই গর্ত খুঁড়ে পড়েছি তার ভেতর,
একটা বোকা চিপুড়ো ইঁদুরের মতো।

মাথার ভেতর ঠকঠক তর্জন,
পেটের ভেতর গড়গড় হাহাকার,
আমি কি মানুষ, নাকি একটা বেওকুফ প্যাঁচগোফ?

চেয়েছিলাম উড়ে যাবো ফটাফট দিগন্তে,
কিন্তু আটকে গেলাম লটপটে বোকামিতে।
কেউ ডাকলে বলবো, "এই যে ভাই!
আমার নামে একটা পাগলাটে মামলা করো!"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোই,
চারপাশে ফিসফাস চেহারা—
আমার পায়ের নিচে গিদগিদে অসুখ,
আর সামনে ঝুলে থাকা বিদঘুটে শূন্যতা।

এই শূন্যতাই এখন ঘরবসতি,
আমি বসে আছি ক্যাঁচরকোঁচর অন্ধকারে,
কেউ যদি প্রশ্ন করে— "কীসের অপেক্ষা?"
বলবো, "একটা বুদ্ধিমান ইঁদুরের!"

খুনি

পৃথিবী থেকে যদি ভালোবাসা বিলুপ্ত হয়ে যাই ?
যদি পৃথিবীতে ভালোবাসা নামক
কোন অনুভূতি বেচে না থাকে,
তবে পৃথিবীর মানুষের কি হবে ?
পৃথিবীর মানুষ তো বেঁচেই আছে ভালোবাসার জন্য ।
ভালোবাসা বিহীন মানুষ হয়ে যাবে পশু,
আর পৃথিবী হয়ে যাবে ধ্বংসস্তূপ !
মৃত প্রেমিক-প্রেমিকারা জীবিত হয়ে যাবে
ধরে ধরে হত্যা করবে জীবিত প্রেমিক-প্রেমিকাদের।
যে প্রেমিক-প্রেমিকাগুলো আত্মহত্যা করেছিল,
তাদের ভালোবাসার মানুষকে পাইনি বলে,
তারা কি আমাদের ক্ষমা করবে ?
হত্যা করবে আমাদের মত যুবক-যুবতীদের।
যারা কিনা পৃথিবী থেকে
ভালোবাসাকে বিলুপ্ত করেছে অশ্লীলতা করে ।
ভালোবাসা তো এমন ছিল না
ভালোবাসা ছিল চরম পবিত্র
আর আমরা যে পবিত্র প্রেম ভালোবাসাকে ধ্বংস করেছি
তার শাস্তি তো আমাদের পেতেই হবে ।

উল্টো পথে হাঁটা

আমি একদিন উল্টো পথে হাঁটবো,
যেখানে শুরু নেই, শেষও নেই,
শুধু পা ফেলার শব্দ,
আর বাতাসে ভাসতে থাকা ভুল নাম।

রাস্তায় দেখবো উল্টো হয়ে থাকা মানুষ,
কারও মাথা নিচে,
পা ওপরে,
কারও চোখে ঘড়ির কাঁটা দুলছে,
কেউ কেউ দেয়ালে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

আমি কারও দিকে তাকাবো না,
কারণ ওরা সবাই চুপ,
আমি চুপ,
এই শহরটাই চুপ,
শুধু বাতাসের গায়ে খোদাই করা—
কিছু পুরনো কথার দাগ।

আহা জীবন!

আমার কিছু নাই,
তবু সবাই কয়— "ব্যাটা সুখী মানুষ!"
গায়ে ছেঁড়া শার্ট, পায়ে হাওয়া,
তবু আমি রাজা, আমার দুনিয়া আলাদা!

ভরা বাজারে ঠেলাঠেলি কইরা হাঁটি,
কেউ ধাক্কা দিলে হাসি দেই,
পাইকারি দোকানের সামনে দাড়ায়া
আলুবোখরা খাইলে তৃপ্তি লাগে!

বিলাইডা রোদ পোহাইতে আসলে,
ওর পেটটায় হাত বুলাই,
চায়ের কাপ ধইরা গরম লাগে কিনা দেখি,
সিগারেট না খাইলেও ধোঁয়া ফালাই!

রাস্তার বাত্তিগুলা এক এক কইরা জ্বলে,
আমি দাঁড়ায়া দেখি,
মনে মনে গুনে রাখি— কয়টা জ্বললো!
এইডাই জীবন,
এইডাই সুখ,
আমি পাগল না, আমি মানুষ!

জবানবন্দি

আমি কোমল কণ্ঠে থর থর করে বলেছিলাম 'ভালোবাসি'।
তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলে
'আমি অমানুষের প্রেমে পড়ি না'।
তখন থেকে আমার একটাই ভাবনা,
আমি কি তাহলে অমানুষ?
এই আধুনিক সমাজের থেকে একটু কঠিন হয়েছে বটে;
তাই বলে অমানবিক না।
আমার মাঝেও মনুষত্ববোধ রয়েছে।
হতে পারে তার শতকরা হার নিতান্তই অল্প,
তাই বলে তুমি আমাকে অমানুষ বলে সম্বোধন করতে পারো না।
আমি তো অমানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি,
আমার ভেতর অহংকার ঢুকিয়েছে পৃথিবীর মানুষ।
তোমরাই শিখিয়েছো মানুষের সাথে প্রতারণা করতে।
প্রত্যেক মানুষের বিবেকের অনুভূতি চাপা পড়ে গিয়েছে দুনিয়া আত্মসাৎ করার লোভে।
ধীরে ধীরে মানুষ অতিমাত্রায় হিংস্র হয়ে উঠ।
তাদের এখন জালিমদের কাতারে দাঁড় করানো যাবে।
তারা ক্রমশই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।
এখন পিতা মাতার প্রতি সম্মান বেড়ে যেন বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে ঠেকেছে।
ঘোড়া রাস্তা বলে এখন বৃদ্ধদের রাখা হচ্ছে।
তাহলে তুমিই বল এই আধুনিক সমাজের কাছ থেকে আমি কি শিখবো?
আমার অমানুষ হওয়াটা কি স্বাভাবিক না?

সময় এবং আমি

আমার সামনে সময় দাঁড়িয়ে আছে,
নির্ভীক, নির্মম এক প্রহরী—
যেনো সে জানে আমি তার হাতছানিতে
চিরকাল বন্দি।

কতবার ভেবেছি, সময়কে ফাঁকি দেবো,
তাকে পেছনে ফেলে দুঃসাহসিক এক যাত্রা শুরু করবো।
কিন্তু সময় হাসে, তার চোখে বিদ্রূপ—
'আমি আছি তোমার রক্তে, শিরায়, শ্বাসে।'

তুমি কি কখনো দেখেছো সময়ের কবর?
আমরা তো তাকে বন্দি করি কাগজের পাতায়,
ঘড়ির কাঁটায়, স্মৃতির আয়নায়।
তবু সে বেঁচে থাকে, অনাদি অনন্ত—

তাহলে কে আমি?
একটি ক্ষণিকের প্রদীপের শিখা,
যে আলোকিত করে একটি মুহূর্ত,
তারপরই ডুবে যায় অনন্তের অন্ধকারে?

আমরা সবাই কি তবে সময়েরই ক্রীতদাস?
নাকি সময়ই আমাদের সৃষ্টির প্রতিচ্ছবি?
এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি কেউ জানে?
নাকি সব উত্তরই লুকিয়ে আছে এক অসীম শূন্যতায়?

তবু, আমি চলি,
প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি শ্বাসে—
হয়তো একদিন, সময়ের প্রহেলিকা
আমার সামনে হার মানবে।

বডি স্প্রে

পৃথিবী এখন অন্যরকম।
ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়েছে সেই কবে...,
তবুও পৃথিবীর মানুষ আজ আতঙ্কিত।
পৃথিবী এখন দুর্গন্ধময়!
মানুষের শরীরের গন্ধ এখন দুর্গন্ধে পরিণত হয়েছে।
মানুষ এখন তাদের দুর্গন্ধ লুকাতে,
এক ধরনের তরল পানিও ব্যবহার করা শুরু করেছে।
যার নাম তারা দিয়েছে বডি স্প্রে।
তারা ভুলে যাচ্ছে মানুষের শরীরের ঘ্রাণ
আমাদের আপন পর চেনাই।
তাইতো পৃথিবীতে এত হিংস্রতা।
মানুষ তো মানুষের ঘ্রাণ পাচ্ছে না।
চারিদিকে বডি স্প্রে'র ঘ্রাণ যেভাবে গ্রাস করছে মানুষের ঘ্রাণ শক্তিকে,
তার উপর দিয়ে রক্ত, মাংস,ঘামের ঘ্রাণ নাকে আসা প্রায় অসম্ভব।
তাইতো আজ মানুষের মানুষ হওয়ার এত লড়াই।
কি অবাক কান্ড,
"মানুষ চাচ্ছে মানুষের মতো মানুষ হতে"!

ফিরে দেখা প্রেম

আমি সাদা কালো প্রেমিক, নব্বই দশকের,
একটা ফোন বুথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম,
তোমার কণ্ঠের অপেক্ষায়,
কতবার যে কয়েন ফেলেছি—হিসেব নেই তার।

রাত জেগে চিঠি লিখতাম তোমার নামে,
তুমুল আবেগের সেইসব চিঠি,
কখনো ডাকপিয়নের হাতে,
কখনো আবার গোপনে তোমার আঙিনায় ছুঁড়ে দিতাম।

বাসের জানালায় মুখ রেখে
বৃষ্টির ফোঁটার সাথে মিশে যেতো স্বপ্ন,
তোমার সাথে দেখা হওয়ার সেই প্রথম মুহূর্তে
হারিয়ে গিয়েছিলাম তোমার কালো চোখের জাদুতে।

আমরা প্রেম করতাম গানের কথায়,
ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ছোট চিঠির ভাঁজে,
ক্লাস শেষ হলে সিনেমার হলের অন্ধকারে
একটি টিকিটে বসতাম পাশাপাশি।

তোমার খোলা চুলের ঘ্রাণে আমি হারাতাম,
তোমার দৃষ্টি ছিল চাঁদের আলোয় ভেজা,
তোমার ঠোঁটে ছিল এক অজানা ভাষা,
যেন নব্বই দশকের কোনো এক অমল কবিতা।

আমি আজও সেই সাদা কালো প্রেমিক,
বুকে ধরে রেখেছি তোমার ভালোবাসা,
যুগ বদলে গেছে, রঙ বদলে গেছে,
কিন্তু হৃদয়ে রয়ে গেছে সেই সাদা কালো ছবি।

দুঃখ বিক্রেতা

প্রেম নগরীতে বিচ্ছেদের মেলা হচ্ছিল।
আমিও ছিলাম সেখানে,
একজন দুঃখ-ব্যবসায়ী হয়ে।
সব দোকানে ভিড় থাকলেও,
আমার দোকানে খদ্দেরের সংখ্যা ছিল শূন্য।

তবু অপেক্ষা করেছিলাম,
তাদের জন্য, যারা দুঃখের সমুদ্রে ডুব দিতে চায়,
কিন্তু কেউ আসে না।
মনে হয়, আমার দুঃখের মূল্য হয়তো খুব বেশি ছিল,
অথবা খুব কম।

বুঝতে পারি, দুঃখ বিক্রি করা যায় না,
কেনা যায় না,
দুঃখ শুধু অনুভব করা যায়,
নিজস্ব একান্ত কষ্টে।
এই কারণে, আমার দোকানটি চিরকালই ফাঁকা থাকে।

প্রেমের নগরী ধীরে ধীরে ফিকে হতে থাকে,
বিচ্ছেদের মেলা শেষ হয় একসময়।
আমার দোকানও বন্ধ হয়,
কিন্তু দুঃখগুলো থেকে যায় আমার সঙ্গে,
অপ্রকাশিত এক বেদনার মালা হয়ে।

ফিরতি পথে ভাবি,
দুঃখেরও কি নিজস্ব এক ভ্রমণ থাকে?
হয়তো, কেউ আবার আসবে,
নতুন কোনো সন্ধ্যায়, নতুন কোনো মেলায়,
আমার দোকানের সামনে দাঁড়াবে,
কিনে নেবে একটুখানি দুঃখ,
নতুন করে বেঁচে নেবে বেদনার মূল্য।

কবিদের মহাসভা

পৃথিবীর সকল কবিদের নিয়ে আমি একটি সভা করতে চাই,
যেখানে শব্দেরা হবে অস্ত্র, কলম হবে তলোয়ারের মতো ধারালো,
শব্দের প্রতিটি আঘাতে বিদ্ধ হবে মিথ্যার সব কপটতা,
রচনা হবে নতুন এক জগতের গল্প, সত্যের চূড়ান্ত বিজয়গাথা।

কেউ আসবে রক্তমাখা হাত নিয়ে, বিপ্লবের কবিতা শোনাবে,
কেউ আসবে বিষণ্ন রাত্রির অশ্রু নিয়ে, ব্যথার সুর বাঁধবে।
আর কেউ আসবে প্রেমের অমৃত নিয়ে, ভালবাসার মন্ত্র আওড়াবে,
এই সভায় মিলবে সব ভাষা, সব রঙ, সব অনুভব, সব আবেগ।

কবি, এসো, এই সভায়, যেখানে শৃঙ্খল ভেঙে
লিখবো নতুন ইতিহাস, নতুন শপথে।
এসো, আমরা গড়বো এক শক্তিশালী মোর্চা,
আমাদের কলমেই হবে সত্যের নতুন সূচনা।

ফুলের কবর

আমার একটা ফুলের কবর হোক
যেখানে সুখের গল্পগুলোও শুয়ে থাকবে নীরব,
মাটির গভীরে জন্মাবে বিষণ্নতা
আর নীরব কান্নার তীব্র সব শব্দ।

পাপড়ির নিচে লুকিয়ে থাকবে ব্যথা,
কাঁটার চিহ্ন যেন ইতিহাসের চিহ্ন,
মৃত্যুর মঞ্চে নৃত্য করবে নিঃসঙ্গতা,
স্মৃতির ঝড়ে হারিয়ে যাবে চেনা মানুষ।

এই কবরের উপর ঝরে পড়ুক
সকল বিস্মৃত ভালোবাসা,
নিঃশ্বাসের মতো হালকা হোক
আমার অন্তিম পথের শেষ আশা।

তবুও যদি কেউ কখনও
ফুলের কবরের পাশে থামে,
জেনে নিও, এখানে ঘুমিয়ে আছে
এক জীবনের কঠোরতম প্রেমের নাম।

বাউণ্ডুলে পথের পথিক

আমি কোনোদিন কোথাও থামিনি।
রাস্তার ধুলো আমার পায়ের চিহ্ন চেনে,
ফুটপাতে ঝরে পড়া শুকনো পাতারা জানে—
আমি এক ভবঘুরে,
এক দিশেহারা স্বপ্নচারী,
যার কোনো ঠিকানা নেই,
যার মনের মানচিত্রে কেবলই ভেসে ওঠে
নতুন কোনো নিরুদ্দেশ পথের ডাক।
আমি খেয়ালি ঘাসফড়িং,
এক ডালে বসতে না বসতেই
আরেকটি শাখার টান অনুভব করি।
আমি ঘূর্ণির মতো মানুষ,
নিজের স্রোতে ঘুরে বেড়াই,
বৃষ্টি এলে মেঘের পিছু পিছু হাঁটি,
রোদ উঠলে দিগন্তের কাছে গিয়ে বসি—
কখনো চায়ের দোকানে,
কখনো কোনো ব্যস্ত স্টেশনের নির্জন এক কোণে।
আমাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারেনি—
না শহরের রোশনাই, না কোনো প্রিয় মানুষের হাত। আমি এলোমেলো হাওয়ার মতন,
আকাশচারী মনের উন্মনস্ক পথিক।
আমি টুটুকম্পানি—
ভিতরে অস্থির আগুন জ্বলে,
তবু বাইরে আমি শান্ত নদীর মতন বয়ে যাই।
এই যে পথে পথে ঘুরি,
এই যে বাউণ্ডুলে জীবন নিয়ে আমি খেলা করি,
তাতে কারও কিছু যায় আসে না,
তবে কোনো এক মেঘলা দিনে,
আমার ছন্নছাড়া অস্তিত্ব হয়তো একটা কবিতা হয়ে থেকে যাবে কারও নোটখাতার ভাঁজে—
একদিন, যখন আমি আর থাকব না।

নীরবতা, নষ্টালজিয়া ও একফোঁটা বিষাদ

শহরের বাতাস আজ নির্জন,
রাস্তায় জমে থাকা কুয়াশা গলছে না,
একটা কুকুর নর্দমার পাশে তাকিয়ে আছে,
মনে হয়, সে কোনো পুরনো মানুষের গল্প মনে করছে।
আমি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দেখি—
একটা সিগারেটের শেষ মাথায় জ্বলছে হলুদ আলো,
যেন রাতের শহরটাকে গিলে ফেলবে এখনই।
তুমি বলেছিলে—
ভালোবাসা মানে অপেক্ষা,
আর অপেক্ষা মানে—
ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেট।
একটা চায়ের দোকানে চারপাশে বসে থাকা মানুষ,
তাদের চোখে ক্লান্তি জমে আছে,
যেন জীবন মানে—
ফাঁকা কাপে জমে থাকা পুরনো চায়ের দাগ।

আমি একবার তোমার নাম ধরে ডেকেছিলাম—
শহরের দেয়াল কিছুক্ষণ কেঁপে উঠেছিল,
তারপর শব্দগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল,
ঠিক যেমন তুমি হারিয়ে গেলে
একটা সন্ধ্যার ভেতর,
আর আমি বেঁচে রইলাম—
তোমার ছায়ার নিচে,
একটা নি:সঙ্গ গাছ হয়ে।

আটকে থাকা

নষ্টালজিক এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে,
আমি যে মরণ ফাঁদ তৈরি করেছি,
সেই মরণ ফাঁদে আজ আমি নিজেই আটকে গেছি ইঁদুরের মতো।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দরজা কাঁদে,
মাথার ভেতর বৃষ্টির বদলে কাঁঠাল ঝরে,
নাকের ডগায় বেঁচে থাকা—
গন্ধহীন, স্বাদহীন, কাঁদাহীন।
মাথার ভেতর চিলের সভা বসেছে,
উন্মাদ শকুনেরা পরামর্শ দেয়,
চুপচাপ থাকা মানে—
শরীরের গায়ে মাকড়সার রাজ্য গড়ে তোলা।
জিভের নিচে জমে থাকা কথাগুলো কেউ চিবিয়ে খেতে চায় না,
শব্দেরা গর্ত খোঁজে—
পিঁপড়ের সারি দেখে মনে হয় আত্মীয় হয়ে গেছে।
শহরের বাতাসে বাজে পুরনো চিৎকার,
কারা যেন হেসে ওঠে, কারা যেন কাঁদে,
তবু আমার শুধু আটকে থাকা—
একটা ইঁদুরের মতো,
নিজের গড়া ফাঁদে।